অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০

১৮৯০-এর ৮ আইন

[১লা জুন, ১৯৮৮ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য সম্পর্কিত বিধি একত্রীকরণ ও সংশোধন করিবার জন্য আইন।

[২১শে মার্চ, ১৮৯০]

যেহেতু অভিভাবক ও প্রতিপাল্য সম্পর্কিত বিধি একত্রীকরণ ও সংশোধন করা সঙ্গত ;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :-

অধ্যায় ১

উপক্রমণিকা

নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) এই আইন ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম দিনে বলবৎ হইবে।

২। [নিরসন] নিরসন আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৮-এর ১)-এর ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও সনদ-প্রাপ্ত উচ্চ আদালতসমূহের ক্ষেত্রাধিকারের ব্যাবৃত্তি।

৩। যে রাজ্যে এই আইন প্রসারিত সেরূপ কোন রাজ্যের কোনও ক্ষমতাপন্ন বিধানমণ্ডল, প্রাধিকারী বা ব্যক্তি কর্তৃক কোন কোর্ট অব ওয়ার্ডস সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বা অতঃপর প্রণীত প্রত্যেক আইনের অধীনে এই আইন পঠিত হইবে; এবং এই আইনের কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যাহা কোনও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রাধিকার বা প্রাধিকারকে প্রভাবিত করে বা কোনও প্রকারে খর্ব করে, অথবা কোনও উচ্চ আদালতের অধিকারভুক্ত কোনও ক্ষমতা হরণ করে।

সংজ্ঞার্থসমূহ।

৪। বিষয়ে বা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে,—

১৮৭৫-এর ৯।

(১) "নাবালক" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে ভারতীয় সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া গণ্য হয় ;

(২) "অভিভাবক" বলিতে এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাঁহার উপর কোন নাবালকের শরীরের অথবা তাহার সম্পত্তির অথবা তাহার শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানের ভার আছে ;

(৩) "প্রতিপাল্য" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার শরীরের বা সম্পত্তির বা এতদুভয়ের জন্য একজন অভিভাবক আছেন ;

১৮৮২-র ১৪।

(৪) "জিলা আদালত" শব্দসমষ্টির সেই অর্থ থাকিবে যে অর্থ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতায় উহার জন্য নির্দিষ্ট আছে, এবং উহা কোন উচ্চ আদালতকে, তাহার সাধারণ আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, অন্তর্ভাবিত করিবে ;

(৫) "আদালত" বলিতে বুঝাইবে—

(ক) কোন ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত বা ঘোষিত করার আদেশের জন্য এই আইন অনুযায়ী কোন আবেদন গ্রহণ করার ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জিলা আদালত, অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন আবেদন অনুসারে কোন অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে—

(i) যে আদালত বা যে আধিকারিক ঐ অভিভাবককে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিয়াছিলেন অথবা এই আইন অনুযায়ী ঐ অভিভাবককে নিযুক্ত বা ঘোষিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হন সেই আদালত বা সেই আধিকারিকের আদালত; অথবা

(ii) প্রতিপাল্যের শরীর সম্পর্কিত যেকোন বিষয়ে, যে স্থানে ঐ প্রতিপাল্য তৎকালে সাধারণতঃ বসবাস করে সেই স্থানে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জিলা আদালত; অথবা

(গ) ৪ক ধারা অনুযায়ী স্থানান্তরিত কোন কার্যবাহ সম্পর্কে, যে আধিকারিকের নিকট ঐ কার্যবাহ স্থানান্তরিত হইয়াছে তাঁহার আদালত;

(৬) "সমাহর্তা" বলিতে কোন জিলার রাজস্ব প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য আধিকারিককে বুঝাইবে এবং উহা এরূপ যেকোন আধিকারিককে অন্তর্ভুক্ত করিবে যাঁহাকে রাজ্যসরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নামে বা তাঁহার পদবলে, যেকোন স্থানীয় অঞ্চলে অথবা যেকোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সম্পর্কে, এই আইনের সকল বা যেকোন উদ্দেশ্যে সমাহর্তারূপে নিযুক্ত করিতে পারেন;

* * * * *

(৮) "বিহিত" বলিতে হাইকোর্ট কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝাইবে।

অধস্তন বিচার-আধিকারিকগণের উপর ক্ষেত্রাধিকার অর্পণের এবং ঐরূপ আধিকারিকগণের নিকট কার্যবাহ-সমূহ হস্তান্তরণের ক্ষমতা।

৪ক। (১) উচ্চ আদালত, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোন জিলা আদালতের অধীন কোন আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী আধিকারিককে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন, অথবা কোন জিলা আদালতের বিচারককে তাঁহার অধস্তন ঐরূপ কোন আধিকারিককে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে প্রাধিকৃত করিতে পারেন যাহাতে ঐরূপ আধিকারিক এই ধারার বিধানসমূহ অনুসারে তাঁহার নিকট স্থানান্তরিত এই আইন অনুযায়ী কোন কার্যবাহ নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

(২) কোন জিলা আদালতের বিচারক, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাঁহার আদালতে বিচারাধীন এই আইন অনুযায়ী কোনও কার্যবাহ, যেকোন পর্যায়ে, নিষ্পত্তির জন্য, (১) উপধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার অধীন যেকোন আধিকারিকের নিকট স্থানান্তরিত করিতে পারেন।

(৩) কোন জিলা আদালতের বিচারক, তাঁহার নিজ আদালতে, অথবা (১) উপধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহার অধীন যেকোন আধিকারিকের নিকট, ঐরূপ অন্য কোনও আধিকারিকের আদালতে বিচারাধীন এই আইন অনুযায়ী কোনও কার্যবাহ, যেকোন পর্যায়ে, স্থানান্তরিত করিতে পারেন।